আলমডাঙ্গা নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ-সভাপতির ‘গোপন সাম্রাজ্য’

আলমডাঙ্গার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে অনিয়মের যেন শেষ নেই। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চললেও ঠিক উল্টো চিত্র চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে। দীর্ঘ সময় পার হলেও গঠিত হয়নি কোনো পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি। আর এই অভিভাবকহীনতার সুযোগ নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ আবু নাসির এবং এডহক কমিটির সভাপতি ইউসুফ হাসানের যৌথ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে উঠেছে পাহাড়সম অনিয়ম, গোপনে গভর্নিং বডি গঠনের ‘নীলনকশা’ এবং মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বেতন-ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে কলেজের বাংলা বিভাগে আরলিজা খাতুন নামের এক শিক্ষকের ‘ভূতুড়ে’ নিয়োগ ঘিরে। আনুমানিক প্রায় ২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অধ্যক্ষ আবু নাসির ও এডহক কমিটির সভাপতি ইউসুফ হাসানের প্রত্যক্ষ মদদে কাগজ-কলমে আরলিজার নামে সরকারি অনুদানের বেতন-ভাতা নিয়মিত উত্তোলন করা হলেও বাস্তবে এই শিক্ষকের কোনো অস্তিত্বই নেই ক্যাম্পাসে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, আরলিজা খাতুন নামে কোনো শিক্ষককে তারা কখনো শ্রেণিকক্ষে কিংবা কলেজ প্রাঙ্গণে দেখেননি। এমনকি হাজিরা খাতাতেও নেই তাঁর নাম, নেই কোনো স্বাক্ষর।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অধ্যক্ষ আবু নাসির ২০১১ সালে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ছাড়পত্র ও প্রভাব খাটিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে টাকার বিনিময়ে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ নিয়েছিলেন। তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন ও তাঁর স্ত্রীর ভাই আরশাদ উদ্দিন চন্দনের ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলেও অধ্যক্ষ তাঁর দলীয় প্রীতি ও অপকর্ম থেকে বের হতে পারেননি। সেই ধারাবাহিকতায় গোপনে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য আরলিজা খাতুনকে অবৈধভাবে বাংলা বিভাগে নিয়োগ

দিয়ে ‘ভূতুড়ে’ উপায়ে সরকারি টাকা উত্তোলন করে পকেটস্থ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক আরলিজা খাতুন নিজের নিয়োগ বৈধ দাবি করলেও প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতি বা ক্লাস না নেওয়ার বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারেননি।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্ধকারে রেখে এবং প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে নির্বাচন ছাড়াই নিজেদের মনগড়া লোক দিয়ে গোপনে গভর্নিং বডি তৈরির চূড়ান্ত নীলনকশা বাস্তবায়ন করছেন অধ্যক্ষ ও সভাপতি। ২১ মাসের একটি অভ্যন্তরীণ অডিট প্রতিবেদনে ইতোমধ্যেই কলেজের ফান্ডের প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এসব চরম অনিয়ম ও নিয়োগ-বাণিজ্যের চিত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলে গত ৩ আগস্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্ত শেষে কমিটির প্রধান উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ৯৫ শতাংশ অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন, কমিটি সাত কার্যদিবসের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে।

নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তদন্ত প্রতিবেদনটির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে কমিটির একজন সদস্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদনটি প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান।

অভিযোগকারীদের হাতে প্রাথমিক তদন্তের কপি না দেওয়া এবং তদন্তের ধীরগতি দেখে সচেতন মহলে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানে বিলম্ব করে সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি ওপর মহল প্রকৃত তথ্য গোপন করে, তাহলে সব শিক্ষক-কর্মচারী কঠোর আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত আছেন। প্রতিবেদনটি কবে প্রকাশ হবে, এখন শুধু সেই অপেক্ষায় আছেন তারা।

ওই শিক্ষক আরও বলেন, চলতি আগস্ট মাসেই প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে পারবেন এবং দুর্নীতিবাজরা শাস্তি পাবেন বলে আশা করছেন। যদি চলতি মাসে প্রতিবেদন না পাওয়া যায়, তাহলে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার আন্দোলন শুরু হবে।

কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ পুনর্বহাল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সুন্নাত আলীকে তাঁর স্বপদে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর এস. এম. তৌহিদুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আদেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে, মো. সুন্নাত আলীর বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তাঁর চাকরি করার ক্ষেত্রে আদালতের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এর আগে গত ১২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে পাঠানো স্মারক এবং বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির ৭৮তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়।

বোর্ডের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জনাব মো. সুন্নাত আলীকে তাঁর সাময়িক বরখাস্তের তারিখ থেকে যাবতীয় পাওনাদিসহ স্বপদে পুনর্বহাল করতে হবে। আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড এই আদেশের অনুলিপি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং খুলনা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা জানান, আদালতের বাধা না থাকায় বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুন্নাত আলী বলেন, “কাথুলী ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আমানুল্লাহ বিশ্বাস কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি নিয়োগ হওয়ার পর থেকে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অঙ্কের টাকার

লেনদেন করতেন। ঘুষ গ্রহণে বাধা দিতে গেলে তিনি আমাকে পেশিশক্তি প্রয়োগ করে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। পরে তিনি আমার বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা করেন। সে সময় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন অর্থকষ্টে থাকতে হয়েছে। অবশেষে সত্যের বিজয় হয়েছে, তা আবারও প্রমাণিত হলো।”

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

একাধিক অভিযোগে কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, গণস্বাক্ষর, জুতা নিক্ষেপসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তারা এসব কর্মসূচি পালন করেন।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. শেখ মো. আমানুল্যাহ। তিনি যোগদানের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষক, কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ ছিল। এসব অভিযোগ বারবার তাঁকে অবহিত করা হলেও তিনি কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেননি। এ কারণে বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কলেজ খোলার

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, আমি আজই যোগদান করেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। তারপরও খোঁজ নিয়ে দেখছি কী ঘটেছে।

দামুড়হুদায় অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীনের বিদায় সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ

দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীনের বিদায় সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বেলা ১১টায় কলেজের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদায়ী সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোছা. রেহেনা কুল। প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি মো. রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথি মো. রফিকুল হাসান তনু বলেন, ১৯৯৪ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা কয়েকজন যুবক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঁশ সংগ্রহ করেছি। আজ কলেজটির অগ্রগতি দেখে মনে হয় আমাদের সেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কলেজকে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছেন আমাদের বিদায়ী অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীন। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করেছিলেন। আমরা তার অবসর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।

প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ জিন্নাত আলী, কার্পাসডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. হামিদুর ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জাহিদুল হাসান, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

সদস্য এসএম. ওয়াজেদুল হাসান এবং গভর্নিং বডির সদস্য আশাবুল হক, জাহাঙ্গীর আলম, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদায়ী অতিথি ও তার পরিবারকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট এবং পুরস্কার প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গার অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের স্বরণসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার অতিপরিচিত মুখ অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০ টার সময় বড় বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রগতি তরুণ সংঘের উদ্যোগে এই স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের মৃত্যুতে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, কবি-সাহিত্যিক, বাউল সাধু, এলাকার গুনীজনদের নিয়ে এই স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার গত ১২ তারিখে ঢাকা নিউরো সায়েন্স হসপিটালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত সোমবার বাদ আসর জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হয়।

অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের ভাই কোরবান আলির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, সামসুর রহমান বাবলু। প্রধান অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনিস উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কাইসার আহম্মেদ বাবলু, হাটবোয়ালিয়া গার্লস স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক গালস ফজলুর হক জোয়ার্দার, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক প্রাধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মতিউল হুদা, হাটবোয়ালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শরিফুজ্জামান লাকী, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, সমাজ সেবক জিনারুল

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আর নেই

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা।

শনিবার সকাল ৮টার দিকে জাতীয় নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। সপ্তাহখানেক আগে তিনি ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকার নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম আব্দুল জলিল আমঝুপি এলাকায় শিক্ষাবিদ ও দানশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় আমঝুপি মাদ্রাসা সংলগ্ন করবস্থানের পাশে জানাযা শেষে দাফন করা হবে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের

অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিনের মায়ের ইন্তেকাল

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর মা জাহানার বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:ম্বাস ত্যাগ করেন। তিনি গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের প্রয়াত শিক্ষক আকবর আলীর স্ত্রী। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিলো ৭৪ বছর। তিনি চার ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সনদ ও অর্থ আত্মসাতের তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষাগত সনদ ও বয়স জালিয়াতি করে পদে বহাল থাকার অভিযোগসহ অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ পদে বহাল রয়েছেন। এছাড়া

কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত চালাতে কলেজে যায় দুদকের একটি দল। অভিযান চলাকালে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে অভিযানের সময় কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক শিক্ষক-কর্মচারী দুদক কর্মকর্তাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানান তারা।

দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ বলেন, “আমরা কমিশনের আদেশে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষ ছুটিতে থাকায় আজ তাঁকে কলেজে পাইনি। তবে আমরা সমস্ত কাগজপত্র চেয়েছি। কিছু হিসাব চেয়েছি, যেগুলো তিনি দিতে পারেননি, পরে দিবেন বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা মিলেছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম আর নেই

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আনোয়ারুল করিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আজ শনিবার (৩১ মে) দুপুর ১২টায় ঢাকার ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. আনোয়ারুল করিম বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিরহংকারী শিক্ষক ও সমাজসেবক, যাঁর জ্ঞানের আলোর স্পর্শে শিক্ষার্থীরা আলোকিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ৩টায় তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে। তাঁর কন্যা দেশবাসীর কাছে বাবার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।